

অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে

জি,ও এন,জি,ও এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা বিষয়ক
কর্মশালার প্রতিবেদন



উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন কক্ষ
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।
১৯ এপ্রিল- ২০০৬

আয়োজনে:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও আর এ)
নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ।

সহযোগীতায়:

ব্র্যাক এডভোকেসি এ্যান্ড হিউম্যান রাইটস (বাহারু)
বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)
৭৫- মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

ক. ভূমিকা:

গরীব মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা সহ দেশের ছোট বড়, মাঝারী ও স্থানীয় পর্যায়ের এন জি ও এবং আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছি? বোধ হয় না। এর হয়তো বা অনেক কারন রয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে যাদের জন্য উন্নয়ন তাঁরাই রয়েছে পরিকল্পনার বাইরে। যে গ্রামের উন্নয়ন সেই গ্রামবাসী রয়েছে অন্ধকারে। যতদিন পর্যন্ত এলাকার লোকজন সচেতন না হবে, বুঝতে না পারবে তাদের সমস্যা ততদিন পর্যন্তই উন্নয়ন ধুকে ধুকে পথ চলবে। ব্র্যাক সেই সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কঠিন পথটি বেছে নিয়েছে এই অতি দরিদ্র কর্মসূচী। আশা করা হচ্ছে যে এ প্রক্রিয়ায় একদিন গ্রামের মানুষ নিজের পায়ে দাড়াতে সক্ষম হবে।

খ. কর্মশালার উদ্বোধন:

গত ১৯ এপ্রিল ২০০৬ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিনিটে করিমগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ব্র্যাক এ্যাডভোকেসী এন্ড হিউম্যান রাইটস (বাহরু) এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জিও, এন জিও ও সুশীল সমাজের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালা পবিত্র কোরান তেলোয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন করিমগঞ্জ উপজেলার মাননীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে.এম, রুহুল আমিন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন অতি দরিদ্রদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে হলে তাদেরকে খান দানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করতে হবে। এর মধ্যে ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচী শুরু করতে হবে। দুর্যোগের সময় এন,জি,ও-দের ভূমিকা ও জবাব দিহিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও জবাব দিহিতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। তিনি স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর সবাইকে এগিয়ে আসতে বলেন। পরিশেষে তিনি এ ব্যাপারে এন,জি,ও-দের গভীর মনিটরিং এর মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ সকল কাজের অগ্রগতির প্রশংসা করে আজকের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে জিও এন জিও এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।



এরপর কর্মশালার সহায়ক উপস্থিত সবাইকে একে একে পরিচয় প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। পরিচয়ের সময় নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম বলার জন্য তিনি সবাইকে অনুরোধ করেন।

গ. ও, আর, এ - এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান :

সহায়ক এ পর্যায়ে ওআরএ এর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মশালার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এ্যাডভোকেট ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সংস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি লক্ষ্যের কথা বলেন :

- ১) সংস্থার মাধ্যমে এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- ২) সংস্থার মাধ্যমে কিছু সাক্ষর সম্পন্ন মানুষের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ৩) সংস্থাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যাতে সংস্থাটি টিকে থাকে সাথে সাথে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাও বেচঁে থাকে।

পরবর্তীতে তিনি সংস্থার বর্তমান কর্মসূচী সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান প্রদান কর্মসূচী গুলো নিম্নরূপ।



- দল গঠন ও ঋণদান কর্মসূচী
- উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী
- মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উন্নয়ন কর্মসূচী
- আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
- সামাজিক যোগাযোগ কর্মসূচী
- এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচী
- নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী
- সৌহার্দ্য কর্মসূচী
- কৃষি, পুষ্টি ও বনায়ন কর্মসূচী
- প্রশিক্ষণ (মানবিক এবং কারিগরী)

এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ওআরএ ইস্যু ভিত্তিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং কর্মশালার আয়োজন করে থাকে।

এবারে তিনি অতি দরিদ্র জন গোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ব্র্যাক এ্যাডভোকেসী এন্ড হিউম্যান রাইটস এর সহযোগী সংগঠন হিসাবে সুযোগ দেয়ার জন্য ব্র্যাক কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের এ কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

ঘ) অতি দরিদ্র কর্মশালার উদ্দেশ্য :

- ◆ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা।
- ◆ আলোচনা ও মত বিনিময় করা।
- ◆ প্রকল্প পরিদর্শন করা।
- ◆ অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।
- ◆ ভবিষ্যৎ কর্মসূচী উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ মালা প্রণয়ন করা।

এ পর্যায়ে ব্র্যাক এ্যাডভোকেসী প্রকল্পের সুপারভাইজার মিল্টন কর ব্র্যাক সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেন। তিনি এ্যাডভোকেসী প্রকল্প সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। অতি দরিদ্রদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার বিভিন্ন কার্যক্রমের শুরু এবং এর ধাপ সমূহ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন অংশগ্রহণ মূলক গ্রামীণ সমীক্ষার বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে জনগণ সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে এটা নিশ্চিত করা। তাদের নিয়ে একসঙ্গে বসে আলোচনার ভিত্তিতে তাদের প্রধান প্রধান সমস্যা



চিহ্নিত করা, সমাজের মানুষের সম্পদের ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যাস করা, কোথায় গেলে তাঁরা বিভিন্ন সেবা পেতে পারে এ ব্যাপারে আলোচনা করা। একটা গ্রামের মানুষ যাতে সহজে তাদের গ্রাম চিনতে পারে এবং গ্রামের কোথায় কি আছে এটা জানার জন্য গ্রামের মানুষদের নিয়ে একটা ম্যাপ তৈরী করা। পরবর্তিতে তিনি এ প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে যে সব সহযোগীতা প্রদান করা হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে অতি দরিদ্রদের মাঝে গাভী পালন, ছাগল পালন ইত্যাদির জন্য আর্থিক অনুদান, স্যানিটেশনের ব্যাপারেও এ প্রকল্প থেকে অতি দরিদ্র মানুষদের জন্য ১ টি স্নাব, ২ টি রিং, টিনের চালা ও বেড়া দিয়ে সহায়তা করা হয়। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন ও তার ব্যবহার বাড়ানোর জন্য দরিদ্র মানুষদের সচেতন করা হয়।

এরপর ব্র্যাক এ্যাডভোকেসী দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা যোগাযোগ তার সুচিন্তিত ও মূল্যবান ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ধরণের কার্যক্রম পরিচালনা



প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার কর্মকর্তা এ বি এম ফারুক খসরু বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ব্র্যাক ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি বিভিন্ন করে আসছে। ২০০২ সালে ব্র্যাক

এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম শুরু করে। এখানে দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দেয়া হয়। দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে না পারা জনগনই দরিদ্র। বাংলাদেশে ৫৩% ভাগ লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। যার মধ্যে গ্রামীণ দরিদ্রের হার ৫৭% ভাগ (বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯৫-৯৬)

অতি দরিদ্র বলতে বুঝি দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে না পারা ব্যক্তিই অতি দরিদ্র। এদের সংখ্যা ৩৬ ভাগ। যে সব অতি দরিদ্র মানুষ ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে পারে না, তাদের ঋণ দেয়ার মত পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য কিছু কার্যক্রম আছে। এক্ষেত্রে অতি দরিদ্র নারী প্রধান পরিবার নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এদের কিছু অনুদান যেমন ঃ গাভী, ছাগল দেয়া হয়। এই অনুদান যাতে তারা খরচ বা বিক্রি না করে এর জন্য প্রতি সপ্তাহে কিছু আর্থিক অনুদান (সপ্তাহে ১২৫/=) দেয়া হয়।

তিনি বলেন কোন একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতি দরিদ্র লোকদের সাহায্য বা সহযোগীতা করা সম্ভব নয় বলে এ কর্মশালার আয়োজন। যাতে করে বিভিন্ন জি.ও/এন.জি.ও এবং সুশীল সমাজের লোকজন এসব কার্যক্রমে এগিয়ে আসে। এ প্রত্যাশাই হচ্ছে এ কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য এবং তিনিও সকলের কাছে এই প্রত্যাশা রেখেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর ওআরএ'র পরিচালক বক্তব্যে বলেন কমিউনিটির মনোউন্নয়ন করতে হলে মাধ্যমে করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কার্যক্রম বাড়ানো দরকার। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ তাদের নিজেদের অবস্থার করতে হবে। বিভিন্ন জি.ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একজন হয়ে কাজ করতে পারলে তাদের অবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব।



সাদ্দা সোখায়না তাঁর লোকজনের জীবন যাত্রার কমিউনিটি লেড এ্যাথোচের আই.জি.এ বৃদ্ধি মূলক অতি দরিদ্র মানুষদের জনশক্তিতে রূপান্তর করে উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা এবং এন.জি.ওদের

এ পর্যায়ে ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে অতি দরিদ্র কর্মসূচী'র বিভিন্ন কার্যক্রম সবাইকে দেখানো হয়। ভিডিও দেখানোর পর উপস্থিত সকলের অনুভূতি জানতে চাওয়া হয়। এ পর্যায়ে সকলেই তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে অতি দরিদ্র পরিবারের জন্য কিছু করার দরকার এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

ঙ) মাঠ পরিদর্শন :

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তব চিত্র পরিদর্শন, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং প্রকল্পের ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে করিমগঞ্জ উপজেলার কাদির জঙ্গল ইউনিয়নের পিটুয়া গ্রামে ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত হত দরিদ্র কর্মসূচী পরিদর্শন করা হয়। এর জন্য দুটি মাইক্রোবাস এবং একটি প্রাইভেট কার সহযোগে উপজেলার মাননীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়কে সাথে নিয়ে কর্মশালার সকল অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়।



মাঠ পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্পের উপকারভোগীর সঙ্গে কথা বলছেন।

চ) মুক্ত আলোচনাঃ

এবারের সহায়ক কর্মশালার সকল অংশ গ্রহণকারীগণকে কঠ করে মাঠ পরিদর্শন করার জন্য ব্র্যাক এবং ওআরএ-এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং সাথে সাথে কর্মসূচীর বভিষ্যৎ উন্নয়ন কল্পে প্রকল্পের ভাল ও মন্দ দিক সূমুহ বলার জন্য অনুরোধ করেন।

প্রকল্পের ভাল দিক সমূহঃ

- অতি দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করন এবং এদের সাহায্য করা
- আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির পূর্বেই সহায়তা করা।
- স্যানিটেশনের ব্যাপারে সহায়তা করা।
- স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতন করা।
- কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- অচল লোকদের সচল করার জন্য ভাল উদ্যোগ।

প্রকল্পের উন্নয়নযোগ্য দিক সমূহ :

- এর থেকে বেশী গরীবদের সাহায্যের চিন্তা করা
- ভিক্ষুক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু করা
- শিক্ষার ব্যাপারে আরও সচেতন করা

এর পর কর্মশালায় উপস্থিত সবার কাছ থেকে কমিটমেন্ট ফরম পূরণ করেন। প্রত্যেকেই অতি দরিদ্র জনগনের জন্য নিদিষ্ট কাজ নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ব্র্যাক যোগাযোগ কর্মকর্তা জনাব ওমর ফারুক খসরু ‘অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জি.ও, এন.জি.ও ও সুশীল সমাজের ভূমিকা বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত সবাইকে অনেক ধৈর্য সহকারে অংশগ্রহন করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সবাইকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করার অনুরোধ করেন।

এ পর্যায়ে ওআরএ এর নির্বাহী পরিচালক সকলের কাছে থেকে প্রাপ্ত কমিটমেন্ট অনুযায়ী নিজের সাধ্য মতে হত দরিদ্রদের কিছু করার সকলের প্রত্যয়কে স্বাগত জানান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান অতিথি ব্র্যাক এর কর্মকর্তা কর্মশালায় উপস্থিত চেয়ারম্যান, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব স্থানীয় স্কুল ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ সহ সিভিল সোসাইটির সকলকে সারাদিন কর্মশালায় কার্যকরী অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি উপজেলা প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগীতা করার জন্য এবং কর্মশালাকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যে সকল কর্মী কঠোর পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের সমাপনীঃ

কর্মশালার শেষে, স্থানীয় সরকার ও কর্মকর্তা জনাব আব্দুল অংশগ্রহনকারীদের তাদের কাজ করার অনুরোধ সকলকে ধৈর্য সহকারে ও তাদের মূল্যবান ধন্যবাদ জানিয়ে ঘোষণা করেন।

কর্মশালার সার্বিক উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন ও আর এ সৌহার্দ কর্মসূচীর ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মোঃ জহিরুল ইসলাম।



কর্মশালার সভাপতি প্রকৌশল বিভাগের গফুর সাহেব সকল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাখেন এবং উপস্থিত অনুষ্ঠান উপভোগ করা পরামর্শ প্রদানের জন্য কর্মশালার সমাপ্তি

সহযোগীতা এবং

কর্মশালার ব্যবহৃত উপকরণ সমূহঃ

- ও এইচ পি
- জেনারেটর
- টিভি এবং ভিসিডি
- পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, কচটেপ

- হোয়াইট বোর্ড মার্কার
- বোর্ড মার্কার

অংশগ্রহন কারীদের যে সব উপকরন সরবরাহ করা হয় তা হলোঃ

- Ⓞ ফাইল -১টি
- Ⓞ বলপয়েন্ট -১টি
- Ⓞ রাইটিং প্যাড - ১টি
- Ⓞ নেইম কার্ড ১-টি

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী

কনক মন্ডল

মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার

সৌহার্দ্য কর্মসূচী, ও আর এ ।

কেস স্টাডি-১

করিমগঞ্জ উপজেলার কাদির জঙ্গল ইউনিয়নের পিটুয়া গ্রামের জহুরা বেগম, স্বামীঃ ছমির উদ্দিন ব্র্যাক থেকে দুটি গাভী পেয়েছেন। তিনি ভি.জি.ডি গাভীর খরচ বাবদ ব্র্যাক তাকে দুটি রাখার জন্য তাকে একটা ঘর গরুর সুম্ম খাবার দিয়ে তাকে বলেন। তিনি আরও বলেন, তার হয়েছে। কিন্তু তার স্বামী তার থেকে সহায়তা পেয়ে এখন তিনি পেয়েছেন। তার বিশ্বাস তিনি এখন করে সমাজের একজন হয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন।



কার্ড এবং বয়স্ক ভাতা পাননি। সপ্তাহে ১০৫ টাকা দেন। গাভী করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া সহায়তা করা হয় বলে তিনি চার মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে দেখাশোনা করে না। ব্র্যাক নিজের ভাগ্য উন্নয়নের পথ খুঁজে তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন

কেস স্টাডি-২

মিলনা বেগম, স্বামীঃ আসামুদ্দিন, করিমগঞ্জ উপজেলার কাদির জঙ্গল ইউনিয়নের পিটুয়া গ্রামে বাড়ী। মিলনার স্বামী বাশের কাজ করেন। তার ছেলে মেয়ে ৪ জন। ২জন প্রাইমারী স্কুলে যায় এবং ১জন ব্র্যাক স্কুলে পড়ে। আর বাকি ২ ছেলে মেয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করে। মিলনা ব্র্যাক থেকে ২টি গাভী পেয়েছে। তিনি গাভীর খাবার এবং অন্যান্য খরচের জন্য সপ্তাহে ১০৫ টাকা পান। গরু রাখার জন্য ব্র্যাক থেকে একটি ঘর করে দিয়েছে। এই গাভী থেকে দুধ বিক্রি করে মিলনা তার সংসারের উন্নতি করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন।

শ্রীমতী মামুন্নেছা মামুন্নেছার স্মরণার্থে

“উন্নয়ন মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর” বিষয়ক অধিপ্রামাণ্য কর্তৃপক্ষের আদেশসমূহের কার্যক্রম

নাম: শ্রীমতী মামুন্নেছা

প্রতিষ্ঠানের নাম: শ্রীমতী মামুন্নেছা

কর্মসূচী

পদবী: শ্রীমতী মামুন্নেছা

পূর্ব স্থানাঙ্ক: কবিবাহাদুর, জি.জি.বি.সি.

সময়: ২০/০৪/০৫

ইহতে ১০ কপি

ক্রমিক নং	কি কাছ/দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক	বাকীটি কোথায় করব	কার সহায়তার/কিভাবে করব	উপকরণসংখ্যার সংখ্যা	প্রত্যক্ষিত বস্তুসমূহ (কাজ করার পর)
০১	১০০% জ্ঞানিনিগম	প্রাক্ষ অর্থায়	প্রাক্ষ অর্থায়	০০৪	১০০% জ্ঞানিনিগম
০২	১০০% জ্ঞানিনিগম	প্রাক্ষ অর্থায়	প্রাক্ষ অর্থায়	২০০	১০০% জ্ঞানিনিগম
০৩	প্রাক্ষ অর্থায়	প্রাক্ষ অর্থায়	প্রাক্ষ অর্থায়	০০	প্রাক্ষ অর্থায়
০৪	প্রাক্ষ অর্থায়	প্রাক্ষ অর্থায়	প্রাক্ষ অর্থায়	০০৪	প্রাক্ষ অর্থায়

স্বাক্ষর: শ্রীমতী মামুন্নেছা

তারিখ: ১৭/০৪/০৫

অতিপরিচয় অনুসরণে সীমাবদ্ধতার মালোগ্রাফিক সার্কেল
 "উন্নয়ন সংক্রমে" অতিপরিচয়" বিষয়ক অধিপ্রামাণ্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের যুক্তিগত কর্মপরিচয়না

নামঃ..... প্রতিপত্তির নামঃ..... অতিপত্তির নামঃ.....
 পূর্ব ঠিকানাঃ..... সমস্যাঃ.....
 পত্রিকার নামঃ.....
 পত্রিকার নামঃ.....

ক্রমিক নং	কি বিষয়/দায়িত্ব গ্রহণ ইচ্ছাক	কাজটি কোথায় করব	কার সহায়তার/খিতাবে করব	উপকরণভোগীর সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)
১২	কি বিষয়/দায়িত্ব গ্রহণ ইচ্ছাক বিশেষ করে বিশেষ করে বিশেষ করে	কাজটি কোথায় করব বিশেষ করে বিশেষ করে বিশেষ করে	কার সহায়তার/খিতাবে করব বিশেষ করে বিশেষ করে বিশেষ করে	উপকরণভোগীর সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)

তারিখঃ.....
 তারিখঃ.....
 ১০১৩/১০/১০
 ১০১৩/১০/১০

26-59 54-91710 - 530000

তারিখ : ১৩/১২/১৯৬৬
 স্বাক্ষর : *[Signature]*

ক্রমিক নং	ফর্মই মডেল নাম	স্বত্ব স্বত্ব স্বত্ব	কার সহকারী কর্তার	উপস্থাপিত সংখ্যা	প্রত্যাপিত সংখ্যা
১	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬
২	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬
৩	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬	১৯৬৬-৬৬ ১৯৬৬-৬৬

পত্রিকার নাম : *[Handwritten Name]*
 প্রকাশিত তারিখ : *[Handwritten Date]*
 প্রকাশক : *[Handwritten Name]*
 প্রকাশস্থান : *[Handwritten Location]*

স্বত্ব সংরক্ষিত।
 প্রথম প্রকাশ : *[Handwritten Date]*
 দ্বিতীয় প্রকাশ : *[Handwritten Date]*
 তৃতীয় প্রকাশ : *[Handwritten Date]*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বাংলাদেশ সরকার - অতিদায়িত্ব বিষয়ক অধিদপ্তর
 বাংলাদেশ সরকারের অধিদপ্তর

নাম: MR. G. R. A. M. প্রতিষ্ঠানের নাম: 3 G.R.A পদবী: সাব্বোর্ড
 পূর্ণ ঠিকানা: 3, G.R.A, G. R. A. - G. R. A. সময়: ১.৫.১৫ - ইইভে পর্যন্ত

ক্রমিক নং	কি কাজ/দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক	কাজটি কোথায় করবে	কর সহায়তার/কিভাবে করবে	উপস্বরণতোগীর সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)
১	প্রাচীর স্থাপন ও ২৩ দায়িত্ব (সেভেন) নিচের স্থানীয় স্থাপন	২০১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩	PKSF	১০ ০০০	
২	গ্যাস/ড্রেন ও খাদ্য সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ	H	NGO Forum		
৩	HIV/AIDS সচেতনতা সুন্দর ও পরিষ্কার	কিনো/স্ট্রিট/স্কুল/কলেজ/সেভেন/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩	সেভেন (সেভেন) সচেতনতা সুন্দর, পরিষ্কার, পরিষ্কার		

স্বাক্ষর: [Signature]

তারিখ:

৬. প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালনা কার্যালয়, নং: ১১৩৪/১৫ - ১৫০৬

“উন্নয়ন প্রচেষ্টায়- অতিদায়িত্ব” বিষয়ক অধিগারামার্গ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত কর্মসমীক্ষনা

নাম: শ্রীমতী বিনীত দেবী স্থান: উপজেলা পরিষদ পদবী: পরিচালক
পূর্ণ ঠিকানা: কো. বি. ম. নং ১, বিক্রমপুর ইহাতে পর্যবেক্ষিত

ক্রমিক নং	কি কাজ/দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক	কাজটি কোথায় করব	কাজ সহায়তার/কিভাবে করব	উপকরণ/ভোগ্যীয় সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)
১	অতিদায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক কাজ, ইচ্ছুক, মনোনিবেশ বিষয় মনোনিবেশ	বিদ্যালয় পরিষদ	কিনয়, এস. বসসি		স্বাভাবিকভাবে কাজ সম্পন্ন করবে

স্বাক্ষর: উপজেলা পরিষদ

তারিখ:

আত্মদারিদ্র্য মাপনীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে
 "উন্নয়ন ধাচেইয়া- অতিদরিদ্র" বিষয়ক অধিপরামর্শ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত কর্মপরিচয়না

নামঃ: শেখাঃ শিবুজ্জামান হোসাইন প্রতিষ্ঠানের নামঃ: ই.ম.জুয়েলার্স সার্বেসেস প্রাইভেট লিমিটেড পদবী: ই.ম.জুয়েলার্স সার্বেসেস প্রাইভেট লিমিটেড
 পূর্ণ ঠিকানা: ই.ম.জুয়েলার্স সার্বেসেস প্রাইভেট লিমিটেড, ধলেশ্বরী সময়: ৪:৩০ ইইতে ৬:৩০ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	কি কাছ/দায়িত্ব ধরমে ইচ্ছুক	কাজটি কোথায় করব	কার সহায়তার/কিভাবে করব	উপকরণ/তোগীর সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)
১/	চর্মশিপি/ইউজিং/সেইং/সমসংক্রমে সেইং/চর্মশিপি/সমসংক্রমে/সমসংক্রমে সেইং/চর্মশিপি/সমসংক্রমে/সমসংক্রমে	সবুজী সার্ভিসেস	সেইং/চর্মশিপি/সমসংক্রমে/সমসংক্রমে সেইং/চর্মশিপি/সমসংক্রমে/সমসংক্রমে	৪০	সবুজী সার্ভিসেস সেইং/চর্মশিপি/সমসংক্রমে/সমসংক্রমে

স্বাক্ষর: [Signature]
 তারিখ: ২৩/৪/১৫
 মোবাইল নং: ০১৭৪৬-৪৬২২২৬

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন "স্বাস্থ্য সেবা" বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচীর অধীনে

নাম: কনক এলিন

পূর্ণ ঠিকানা: ৩৩ জায়ে এ কয়িম গাছ

প্রতিষ্ঠানের নাম: ৩ জায়ে এ


ক্রিয়োগত: ক্রিয়োগত

পল্লী: মানচিত্রি আখিয়ার

সময়: ২০-০৭-০৬

ইহতে: ৩০.০৭.০৬

ক্রমিক নং	কি কাজ/দায়িত্ব গ্রহণ ইচ্ছুক	কাজটি কোথায় করবে	কাজ সহায়তা/কিভাবে করবে	উপকরণ/সেবার সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)
০১	ড্যানিফিকেশন	জায়গা ইন্ডিয়ানের কয়েকটি আশে	৩ জায়ে এ কয়িম গাছ মাধ্যমে	১০০	স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সহায়তা

স্বাক্ষর: 

মোব: ০১৭১২২৪২২৩

তারিখ: ১৭.০৭.২০০৬

উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

নামঃ
 পদবীঃ
 ঠিকানাঃ
 ফোন নম্বরঃ
 ইমেইল ঠিকানাঃ
 জন্ম তারিখঃ
 স্বাক্ষরঃ
 তারিখঃ
 পৃষ্ঠাঃ

ক্রমিক নং	কি বিষয়/দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক	কাজটি কোথায় করা হবে	কাজ সহায়তার/কিভাবে করা হবে	উপকরণ/সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)
১	অ্যানিটেশন কম্পিউটার সফটওয়্যার	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর		স্বাক্ষর সফটওয়্যার কম্পিউটার সফটওয়্যার

স্বাক্ষরঃ
 তারিখঃ

mobile - 01711453074

শ্রীমতী সখীসুন্দরী দেবীকে "উন্নয়ন-অভিযান" বিষয়ে অধিবেশন করানোর মাধ্যমে মনোরম সফল
 উন্নয়ন-অভিযান-অভিযান" বিষয়ে অধিবেশন করানোর মাধ্যমে মনোরম সফল

নামঃ শ্রীমতী সখীসুন্দরী দেবী প্রতিষ্ঠানের নামঃ শ্রীমতী সখীসুন্দরী দেবী পদবীঃ শ্রীমতী
 পূর্ণঠিকানাঃ কলকাতা-১০০০১০ সমারঃ কলকাতা-১০০০১০ ইহাতে ১০ পর্যন্ত

ক্রমিক নং	কি কাছ/নায়িক/সহযোগী ইত্যাদি	কাজটি কোথায় করা	কর সহায়তার/কিভাবে করা	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাছ করার পর)
০১	শ্রীমতী সখীসুন্দরী দেবী সহযোগী বা অফিসে কাজে	শ্রীমতী সখীসুন্দরী দেবী কাজে অফিসে কাজে	শ্রীমতী সখীসুন্দরী দেবী কাজে অফিসে কাজে	১০	

স্বাক্ষরঃ [Signature]
 তারিখঃ ১০/১১/০৬

(স্বাক্ষর) ০১১২১৬১২৫৫১০২

আতিথ্য- 'আতিথ্য' বিষয়ক অধিবেশন

নাম: শ্রীমতী সঞ্জয়ী দেবী প্রতিষ্ঠানের নাম: সংস্কৃত কলেজ ইংরেজি নাম: Sanskrit College পর্যটন
 পূর্বস্থান: কলকাতা ঠিকানা: ১০১, ব্রহ্মচরী রোড, কলকাতা-৭০০০০৬ ইমেইল: skcollege@gmail.com পর্যটন

ক্রমিক নং	বি.সি/নাম/ইচ্ছা	কাছট কোথায় করব	কার সহায়তা/কিভাবে করব	উপস্থিততার সংখ্যা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজ করার পর)
১	সংস্কৃত কলেজ কলকাতা	সংস্কৃত কলেজ কলকাতা	সংস্কৃত কলেজ কলকাতা	০১	
২	সংস্কৃত কলেজ			০১	
৩	সংস্কৃত কলেজ	সংস্কৃত কলেজ	সংস্কৃত কলেজ	০১	

তারিখ: ০৭/০৫/২০২১

স্বাক্ষর: শ্রীমতী সঞ্জয়ী দেবী
 ডায়েরি: ০৭/০৫/২০২১

পুস্তক প্রতিষ্ঠান
বুক হাউস
কিশোরগঞ্জ।

দৈনিক সাধুদিন

প্রতিদিন সাহসী পথচলা



বর্ষ ২ ॥ সংখ্যা ১৮৩ ॥ কিশোরগঞ্জ ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ২০০৬ ॥ ৭ বৈশাখ ১৪১৩ বাংলা ॥ রেজিঃ নং ৪০০৯ ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৪ টাকা

করিমগঞ্জে ওআরএ'র উদ্যোগে অতিদরিদ্রদের মানোন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত



নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সখিনা (৪৫)। স্বামী ছমির উদ্দিন তাকে ফেলে রেখে কবে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন তার দিনক্ষণ তিনি আজ আর মনে করতে পারেন না। চার মেয়ে নিয়ে সখিনাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। দিনের পর দিন না খেয়ে থেকেছেন। সহায়-সম্বলহীন সখিনা আশ্রয় নেন তার বাবার বাড়ি কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার কাদিরজঙ্গলের পিটুয়া গ্রামে। মানুষের কাছে চেয়ে চিণ্ডে তিন মেয়েকে বিয়ে দিলেও সখিনার

আত্মবিশ্বাসটুকু একেবারে ভেঙ্গে যায়। ঠিক এ সময়ে ব্র্যাকের অতি দরিদ্র পরিবারের আয় বৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দুটি গাভী পেয়ে তার ভেঙ্গে যাওয়া আত্মবিশ্বাসটুকু তিনি ফিরে পেয়েছেন। তার চোখ দুটি এখন সফলতার স্বপ্ন দেখে। একই গ্রামের মিলন (৩০) পল্লী স্বামী আজিম উদ্দিনকে নিয়ে চরম অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। তাকেও ব্র্যাক থেকে দেওয়া হয়েছে দুটি গাভী। তিনিও স্বপ্ন দেখেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের। শুধু জ্বর বা ২য় পর্নায় দেখুন

অতিদরিদ্রদের মানোন্নয়ন বিষয়ক মিলন নয় ব্র্যাক থেকে অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে সাহায্য করে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের ৩শ' ৯৭টি অতিদরিদ্র পরিবারকে গাভী চাষ পল্লী ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেয়। এই সব পরিবারগুলো এখন তাদের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁচর স্বপ্ন দেখছে। গতকাল বুধবার 'অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে জিও, এনজিও ও সুশীল সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় তারা নিজেদের এ অবস্থান তুলে ধরেন। করিমগঞ্জ উপজেলা মিলনায়তনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ব্র্যাকের প্রকল্প এলাকা পিটুয়া গ্রাম পরিদর্শন করা হয়। ব্র্যাকের প্রকল্প অংশীদার অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভোকেট (ওআরএ) আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কে এম রুহুল আমিন। উপজেলা প্রকৌশলী আবদুল গফুর মিয়র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ব্র্যাকের জেলা যোগাযোগ কর্মকর্তা ওমর ফারুক খানসহ, ওআরএ'র নির্বাহী পরিচালক ফকির মাজহারুল হক, পরিচালক সাঈদা সুলতানা, ব্র্যাকের প্রকল্প সুপারভাইজার মিস্টন কান্তি কর প্রমুখ।